1. বেদান্তসারসম্মতঃঅজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা কর।(10)

শ্রীসদানন্দযোগীন্দ্র তাঁর **'বেদান্তসারঃ'**নামক গ্রন্থে আচার্য শঙ্করাচার্য প্রোক্ত মায়া বা অজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন-**"অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি,ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি;'অহম্ অজ্ঞ' ইত্যাদি অনুভবাৎ'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্' ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।।"**সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে অজ্ঞান হল-সৎরূপে বা অসৎরূপে যাকে বলা যায় না বা নির্ণয় করা যায় না,যা ত্রিগুণাত্মক,এক জ্ঞান হলে যা থাকে না,যা ভাবরূপ একটা কিছু-জ্ঞানিগণ তাকে অজ্ঞান বলে থাকেন।

এখন সদানন্দযোগীন্দ্র কর্তৃক উল্লিখিত অজ্ঞানের স্বরূপ বা লক্ষণ থেকে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করছি-

১)অজ্ঞানের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল-'সদসদ্ভ্যাম্'(সদ্-অসদ্ভ্যাম্):-বেদান্ত মতে ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোন সৎ বস্তু নেই।যা সৎ, তাই হল -নিত্য। অজ্ঞান পরমব্রহ্মের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়।সৎবস্তু কখনো বাধিত হয় না। কিন্তু অজ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হওয়ার কারণে এই অজ্ঞানকে **'সৎ'-আছে বলা যায় না-**কারণ ব্রহ্মজ্ঞান হলে অজ্ঞানের অনুভব হয় না-নাই হয়ে যায়। আবার অজ্ঞানকে **'অসৎ'-নাই ও বলা যায় না-**কারণ অসৎ বস্তু জগতের পরিণামী কারণ হতে পারে না। এই অজ্ঞানের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষানুভব হল প্রমাণ ।রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি অজ্ঞানের বিষয় হল প্রত্যক্ষীভূত ঘটনা। কিন্তু বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীকের কখনো প্রত্যক্ষ হয় না।অতএব অজ্ঞান বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক বিষয় হয় না। আবার এই অজ্ঞানকে একইসঙ্গে **'সদসৎ'** -বলা যায় না।সৎ ও অসৎ পরস্পর হল বিরুদ্ধ। এই বিরুদ্ধভাবের অভিন্ন আশ্রয় অসম্ভব তাই অজ্ঞানকে **'সদসৎ'**ও বলা যায় না।

২)দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল -'অনির্বচনীয়ম্'-যেহেতু অজ্ঞান সৎ,অসৎও সদসৎ নয়, সেহেতু অদ্বৈত মতে অজ্ঞান হল-অনির্বচনীয়।যাকে সৎ,অসৎ ও সদসৎ-কোনরূপেই নির্দেশ করা যায় না,তাই হল -**অনির্বচনীয়।** এই অর্থে কোন বস্তু হয় সৎ অথবা অসৎ হবে-এমন কোন কথা নেই। এমন বস্তুও থাকতে পারে,যা সৎ ও নয় আবার অসৎ ও নয়। অজ্ঞান হল এরূপ-সদসদ্বিলক্ষণ । এরূপ সদসদ্বিলক্ষণকেই অদ্বৈতমতে **অনির্বচনীয়** বলা হয়।

৩) অজ্ঞানের তৃতীয় প্রকার বৈশিষ্ট্য হল-'ত্রিগুণাত্মকম্'-অদ্বৈতমতে অজ্ঞান হল-সত্ত্ব,রজঃ ও তমঃ-এই ত্রিবিধ গুণের অধিকারী। এজন্য অজ্ঞানকে ত্রিগুণাত্মক বলা হয়। অজ্ঞান জন্য যাবতীয় পদার্থেই-এই ত্রিবিধ গুণ পরিলক্ষিত হয়।সাংখ্যমতে-প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক হলেও তা সৎ হওয়ায় বেদান্তের মায়া থেকে তা ভিন্ন।**সাংখ্যমতে-**জগৎ হল প্রকৃতির পরিণাম এবং পরিণামী জগতের পশ্চাতে মূল প্রকৃতিই হল-সদ্বস্তু। অপরপক্ষে **অদ্বৈতবেদান্তমতে-**প্রকৃতিসম মায়ার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই।ব্রহ্ম-ই হল একমাত্র সদ্বস্তু এবং মায়া এক শক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

৪)চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল-'জ্ঞানবিরোধি':-অজ্ঞান হল জ্ঞান বিরোধী।ব্রহ্মজ্ঞান হলে অজ্ঞান ও তার কার্য এই সমগ্র সৃষ্টির বোধ থাকে না। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান অন্তর্হিত হয়।রজ্জুর সম্যগ্-জ্ঞানে রজ্জুতে আভাসিত সর্প যেমন বিলুপ্ত হয় সেরূপ জ্ঞানের আবির্ভাবে অজ্ঞান দূর হয়। এই কারণে অজ্ঞানকে জ্ঞানবিরোধী বলা হয়েছে।

৫)পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল-'ভাবরূপম্':-বেদান্ত মতে অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নয়,জ্ঞান বিরোধী অর্থাৎ জ্ঞাননাশ্য ভাবপদার্থ। বেদান্তশাস্ত্রে চৈতন্যই হল-জ্ঞান এবং তা নিরবয়ব ও নিত্য। সুতরাং এর অভাব স্বীকার করা যায় না। অজ্ঞানের অভাব স্বরূপতা নিষেধের জন্যই ভাবরূপত্বের কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ অজ্ঞান ভাবরূপ হলেও তা ব্রহ্মের ন্যায় পারমার্থিক ভাবপদার্থ নয়।ব্রহ্মের ন্যায় পারমার্থিক ভাবপদার্থ হলে অজ্ঞানের বিনাশ সম্ভব হত না। কিন্তু আমরা জানি যে, প্রকৃত জ্ঞানের আবির্ভাবে অজ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

৬)ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল-'যৎকিঞ্চিৎ':-বেদান্ত শাস্ত্রে অজ্ঞানের লক্ষণে**'যৎকিঞ্চিৎ'-**এই বিশেষণের দ্বারা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, অজ্ঞান হল এক অস্থির পদার্থ। তাকে 'এরূপ' বলে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কোন প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞানকে যথার্থভাবে জানা যায় না।

মায়া বা অজ্ঞানের দ্বিবিধ শক্তিঃ-অদ্বৈতবেদান্ত মতে অজ্ঞানের দ্বিবিধ শক্তি হল-**ক) আবরণশক্তিঃ-** আবরণ শক্তির কাজ হল-সত্যকে আচ্ছাদন করে রাখা। অজ্ঞানের এই আবরণশক্তি আত্মার যথার্থ স্বরূপকে আবৃত করে রাখে। অজ্ঞানের এই আবরণশক্তির দ্বারা আবৃত আত্মায় কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্ব প্রভৃতি সংসার সম্ভাবনাও থাকে।যেমন নিজ অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত রজ্জুতে সর্প সম্ভাবনা থাকে। বেদান্তসারে এই আবরণশক্তির কার্য প্রসঙ্গে সদানন্দ বলেছেন-**"অনয়াবৃতস্য আত্মনঃ**

কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি-সংসার-সম্ভাবনা-অপি ভবতি,যথা স্বাজ্ঞানেনাবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসম্ভাবনা"।।

খ)বিক্ষেপশক্তিঃ-অদ্বৈতমতে বিক্ষেপ শক্তির কাজ হল-মিথ্যাকে প্রকাশ করা। এই বিক্ষেপশক্তি হল সৃষ্টিশক্তি। অজ্ঞানের এই বিক্ষেপশক্তি অনিত্য জগৎ সৃষ্টিকারী এবং ব্রহ্মকে জগৎরূপে প্রকাশ করে।

সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে অজ্ঞান দ্বিবিধঃ-অজ্ঞান হল দ্বিবিধ যথা-**অ) সমষ্টি অজ্ঞান**-যেমন বৃক্ষ সকলের সমষ্টি 'বন' বলে কথিত হয়,যেমন জলবিন্দু সকলের একত্রিত রূপকে 'জলাশয়' বলা হয়, তেমনি নানারূপে প্রতিভাত ব্যষ্টি জীবগত অজ্ঞানের সমষ্টি ধরে অজ্ঞানকে 'এক' বলা হয়। এই সমষ্টি অজ্ঞান হল উৎকৃষ্ট ঈশ্বরের উপাধি অথবা উপাধিটি উৎকৃষ্ট বলে বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান। এই সমষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত চৈতন্য জগৎকারণ **'ঈশ্বর'** বলে অভিহিত হন।**আ)ব্যষ্টি অজ্ঞান-**যেমন বনের ব্যষ্টি ধরে বলতে গেলে তাকে বৃক্ষ সকল, এভাবে অনেকত্বের ব্যবহার করতে হয়। অথবা যেমন জলাশয়ের ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে জলসকল, এরূপ বহুত্বের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ অজ্ঞানের ব্যষ্টি ধরে বলতে গেলে অনেক অজ্ঞান বলতে হয়। এই ব্যষ্টি অজ্ঞান নিকৃষ্ট জীবের উপাধি বলে অথবা উপাধিটি নিকৃষ্ট বলে মলিনসত্ত্ব প্রধান হয়। এই ব্যষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে বেদান্তসারে **'প্রাজ্ঞ'** বলা হয়েছে।

অজ্ঞান বা মায়া বা অবিদ্যাতত্ত্বের গুরুত্বঃ-অজ্ঞানের এই যে সমষ্টি ও ব্যষ্টি বিভাগ তা হল কল্পিতমাত্র।বন ও বৃক্ষ যেমন বস্তুতঃ এক,জল ও জলাশয় যেমন বস্তুতঃ এক, সেরূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন।একই মায়া শক্তির বা অজ্ঞান শক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রানুযায়ী নামের এই বিভিন্নতা হয়।অদ্বৈতবেদান্তী এই উভয়প্রকার উপহিত চৈতন্যের ঊর্ধ্বে এক ও অদ্বিতীয় তুরীয় চৈতন্যবাদী। সেই তুরীয় চৈতন্যই হল পরমাত্মা বা ব্রহ্ম।বলা বাহুল্য যে জগৎবিক্ষেপকারী অনাদি মায়া যত শক্তিশালী ই হোক না কেন,ব্রহ্মাতিরিক্ত তার কোন সত্যতা নেই। এই অবিদ্যাতত্ত্ব, অজ্ঞানতত্ত্ব বা বিবর্ততত্ত্ব কেবলাদ্বৈতবাদীর জগৎ ব্যাখ্যার পক্ষে যে এক অপরিহার্য তত্ত্ব-সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।